কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাট থাকতে পারে না : বিএনপি

এনবিআরের বক্তব্য শুভঙ্করের ফাঁকি, শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে সহমত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত ভ্যাটের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) দেওয়া বক্তব্যকে 'শুভঙ্করের ফাঁকি' বলে অভিহিত করে বিএনপি বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের ভ্যাট থাকতে পারবে না। শিক্ষার্থী কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কারো কাছ থেকেই ভ্যাট নেওয়া যাবে না। ভ্যাটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ড. আসাদুজ্জামান রিপন এ কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে রিপন বলেন, 'এনবিআরের বক্তব্য শুভঙ্করের ফাঁকি। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রশমিত করতেই তারা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক কথা বলছে। প্রতিষ্ঠান যখন ভ্যাট দেবে, তখন তারা অন্য জায়গা থেকে অর্থ আনবে না। প্রতিষ্ঠান এই ৭ শতাংশ ভ্যাট আদায় করার জন্য প্রকারান্তরে শিক্ষার্থীদের বেতনটা বাড়িয়ে দেবে। সেমিস্টার, ল্যাবরেটরি ফিসহ অন্যান্য ফি বাড়িয়ে দেবে।'

রিপন আরো বলেন, 'আমাদের দলের তরফ থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় দাবি করতে চাই, ভ্যাট বিশ্ববিদ্যালয়ও দেবে না, শিক্ষার্থীরাও দেবে না। এটা তাদের ওপর আরোপ করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাট থাকতে পারবে না। এটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়।'

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, 'অষ্টম পে স্কেলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উত্থাপিত দাবি-দাওয়ার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সম্মানজনক না হওয়ায় প্রকৃত মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। যারা আছে, তারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানাভাবে লড়াই করছে। বিএনপি বেতন-ভাতা ও মর্যাদার প্রশ্নে শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যকে শিষ্টাচারবহির্ভূত অভিহিত করে এর নিন্দা জানান তিনি।

গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি জনস্বার্থে নয় : ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে গণপরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি জনস্বার্থে নয় বলেও মন্তব্য করেছেন বিএনপির এই নেতা। তিনি বলেন, 'গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির সময় আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলাম, আলটিমেটলি গণপরিবহনের ওপরে এর প্রভাব পড়বে, পরিবহনের ভাড়া বাড়বে। এই ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত দেখে মনে হচ্ছে, এটা জনস্বার্থে নয়। এই সরকার কোনোভাবে জনগণের প্রতি সংবেদনশীল দেখছি না। তারা একেবারে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।'